২৪ নভেম্বর, ২০১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

"ক্ষতিপূরণের সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নির্ণয় জরুরী - শ্রমিককে পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে "

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপুরণের ন্যূনতম মানদন্ড নির্ধারণে মতবিনিময় সভায় বক্তারা

আজ ২৪ নভেম্বর, ২০১৬ ইং তারিখে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও সেইফটি এন্ড রাইটস্ সোসাইটি (এসআরএস) এর যৌথ উদ্যোগে বিকেল ৪ ঘটিকায় সিরডাপ মিলনায়তনে **"কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকের ক্ষতিপুরণ: ন্যূনতম মানদন্ড"** বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে নূন্যতম মানদন্ড নিরূপণ করা ও জরুরী আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মোঃ আওলাদ আলী এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর এর মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ। তিনি বলেন, *"আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের একটা সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নিরূপণ করতে হবে। প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য পৃথক স্মার্ট আইডি কার্ড দিতে হবে।"*

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, *"জীবনের মূল্য টাকার অংক দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। নিহত ও আহত শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণের সুনির্দিষ্ট মানদন্ড এখনই নির্ণয় করা প্রয়োজন। যারা কর্মহীন তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।"*

সভায় তাজরিন অগ্নিকান্ডের ঘটনায় করা মামলার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে ক্ষতিপূরণের ন্যূনতম মানদন্ডের ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশে রাণা প্লাজার মামলার ক্ষেত্রে গঠিত কমিটি যে সুপারিশ করেছেন তা উদাহরণ হিসেবে নিয়ে ক্ষতিপূরণের মানদন্ড নির্ণয়র করা যেতে পারে - এ সুপারিশ তুলে ধরেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর এডভোকেট ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত শ্রম আইনের বিধান, বিশেষ আইন ও আন্তর্জাতিক সনদগুলোর আলোকে সুপারিশ তুলে ধরেন ব্লাস্ট এর লিগ্যাল সেল এর উপ-পরিচালক মোঃ বরকত আলী। তিনি তার উপস্থাপনায় বলেন, আইএলও কনভেনশন ১২১, মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন ১৮৫৫ এবং উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ন্যূনতম মানদন্ড নির্ধারণের ভিত্তি হবে। আইন অমান্য করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বিগুণ হতে হবে এবং তা শাস্তির অতিরিক্ত হবে, শ্রম আইন সংশোধন করে দুর্ঘটনার শিকার প্রত্যেক শ্রমিককে ক্ষতিপূরণের আওতায় আনা ইত্যাদি বিষয় তিনি সুপারিশ হিসেবে তুলে ধরেন। ব্যারিস্টার মোঃ কাউসার তাজরীন ক্লেইমস এডমিনিস্ট্রেশন এবং তাজরীন কোঅর্ডিনশন কমিটি সম্পর্কে আলোচনা করেন।এই সভার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণের বিবেচিত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি বিদ্যমান আইনে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়।

সভাটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্স) এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। সভায় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, আইনজীবী, ক্ষতিগ্রস্থ ও সংক্ষুব্ধ শ্রমিক এবং তাদের পরিবার, এনজিও, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি,শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ, শ্রম অধিকার কর্মী এবং মানবাধিকার কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় কর্মক্ষেত্রে আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণের বিবেচিত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি বিদ্যমান আইনে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, তাজরিন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের চার বছর পূর্তিতে আজ ২৪শে নভেম্বর, ২০১৬ ইং তারিখ শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) সহ অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন জুরাইন কবরস্থানে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করে। এছাড়া সকাল ১১ শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের আয়োজনে ঢাকাস্থ প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) সকল নিহত ও আহত শ্রমিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাতে আজ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিদ্যালয়গুলোতে সকালের এসেম্বলীতে ১ মিনিট নীরবতা পালনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছে এবং সেই সাথে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) কর্তৃক দেশের বিভিন্ন জেলা সমূহে শ্রম আদালত, জেলা জজ আদালত এর সম্মুখে ও ব্লাস্ট এর ইউনিট অফিস এর সামনে ব্লাস্ট কর্তৃক মানববন্ধন আয়োজন করা হয়েছে।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd